কুষ্টিয়া শহরের বেহাল সড়ক নিয়ে উদ্বেগ, দ্রুত সংস্কারের নির্দেশ জেলা পরিষদ প্রশাসকের

কুষ্টিয়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়কের বেহাল দশায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন পৌরবাসী। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে কোথাও পিচ উঠে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, আবার কোথাও ভাঙাচোরা সড়কে যানবাহন চলাচলও কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্ষায় এসব গর্তে পানি জমে দুর্ভোগ আরও বাড়ছে।

এরই মধ্যে সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে শহরের মাহাতাব উদ্দিন সড়কের ‘রাজুর কবর’ এলাকার দীর্ঘদিনের বেহাল সড়ক সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন।

গতকাল সোমবার দুপুরে তিনি ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় সড়কের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং ভাঙাচোরা ও চলাচলের অনুপযোগী পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন।

পরিদর্শনকালে কুষ্টিয়া পৌর প্রশাসক মো. জাকির হোসেনকে সড়কটি দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন।

এ সময় কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আব্দুল হাই সিদ্দিকী, চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক ফুয়াদ রেজা ফাহিম, বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাহাতাব উদ্দিন সড়কের ‘রাজুর কবর’ এলাকার সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে আছে।

প্রতিদিন এ পথে বিপুলসংখ্যক মানুষ, রিকশা, ইজিবাইক, মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে। সড়কের খানাখন্দের কারণে বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ, শিক্ষার্থী ও রোগীদের চলাচলে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

শুধু মাহাতাব উদ্দিন সড়ক নয়, শহরের আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ

সড়কের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ ও উদ্বেগ জানিয়েছেন পৌরবাসী। তাঁদের দাবি, বড়বাজার থেকে লাহিনী সড়কের বিভিন্ন অংশ, পিটিআই সড়ক, অর্জুনদাস আগরওয়ালা সড়ক, হাউজিং কদমতলা, নিশান মোড়, কলেজ মোড়সহ শহরের বিভিন্ন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

কুষ্টিয়া পৌরসভার সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পৌর এলাকায় মোট সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৩৬ দশমিক ৯০ কিলোমিটার। এর মধ্যে পাকা সড়ক ২৫৯ দশমিক ৭৪ কিলোমিটার, সেমি-পাকা ৩৭ দশমিক ৩৭ কিলোমিটার এবং কাঁচা সড়ক ১৩৯ দশমিক ৭৯ কিলোমিটার। একই সঙ্গে পৌর এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির ড্রেন রয়েছে মোট প্রায় ৩৯৬ দশমিক ৭২ কিলোমিটার।

সড়কের সঙ্গে ড্রেনেজ ব্যবস্থার সমন্বয় না থাকলেও বর্ষাকালে দুর্ভোগ বাড়ে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টির পানি জমে সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত আরও নষ্ট হচ্ছে।

তবে পৌরবাসীর বক্তব্য, বড় প্রকল্পের পাশাপাশি শহরের অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও দ্রুত সংস্কারও জরুরি। কারণ এসব সড়ক দিয়েই প্রতিদিন শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, রোগী ও সাধারণ মানুষকে চলাচল করতে হয়।

শহরের বিভিন্ন সড়কের এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয়দের দাবি, শুধু জরুরি ভিত্তিতে গর্ত ভরাট নয়, ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলোর পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, টেকসই নির্মাণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

পৌরবাসীর অভিযোগের পর জেলা পরিষদের প্রশাসকের সরেজমিন পরিদর্শন এবং পৌর প্রশাসককে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন স্থানীয়রা। এখন দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্ভোগের অবসান হবে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা।

কুষ্টিয়ায় নবাগত পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

কুষ্টিয়া জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, জননিরাপত্তা ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম আরও জোরদার করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন জেলার নবাগত পুলিশ সুপার মো. আমিনুল ইসলাম। একই সঙ্গে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও মাদকমুক্ত কুষ্টিয়া গড়ে তুলতে পুলিশ ও গণমাধ্যমের সমন্বিত ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি।

সোমবার দুপুর ৩টায় কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় নবাগত পুলিশ সুপার উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধের ধরন ও প্রবণতা, জননিরাপত্তা, মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন।

এ সময় সাংবাদিকরা কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও জনদুর্ভোগের বিষয় তুলে ধরেন। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, মাদক নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ দমন, কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পুলিশের সঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীদের কার্যকর যোগাযোগ আরও জোরদারের বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ দেন।

মতবিনিময় সভায় পুলিশ সুপার মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে পুলিশ একা কাজ করে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে পারে না। এজন্য পুলিশ, গণমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্থার সম্পর্ক থাকা জরুরি।

তিনি বলেন, সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি জনসচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরাধ, মাদক ও সামাজিক অনিয়মের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, কুষ্টিয়াকে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও মাদকমুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে জেলা পুলিশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব

দিয়ে কাজ করবে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যাতে পুলিশের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পান, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হবে। পুলিশের কার্যক্রমে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করে তিনি দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সবাইকে পাশে থাকার আহ্বান জানান।

সভায় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকেও জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে পুলিশকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। পাশাপাশি পুলিশ ও গণমাধ্যমের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মতবিনিময় সভায় কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) ফয়সাল মাহমুদ, কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১ (ডিএসবি), জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কুষ্টিয়ার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নবাগত পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাংবাদিকদের এ মতবিনিময় সভাকে জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশ ও গণমাধ্যমের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের রোমানের সাফল্য

বাবা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ। বিআরবিতে হেলপার হিসেবে কাজ করে সংসারের হাল ধরেছিলেন। কিন্তু ২০২০ সালে হঠাৎ বাবাকে হারিয়ে পরিবারটির জীবনে নেমে আসে কঠিন বাস্তবতা। সেই কঠিন সময়েও থেমে থাকেনি স্বপ্ন। মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিজের অধ্যবসায়ে সেই স্বপ্নের পথে এগিয়ে গেছে মোহাম্মদ রোমান।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার চৌরহাস ফুলতলার বাসিন্দা রোমান এ বছর

কুষ্টিয়া জিলা স্কুল থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ অর্জন করে সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক যোগ করেছে।

রোমানের বাবা মরহুম মিরাজুল ইসলাম বিআরবিতে হেলপার হিসেবে চাকরি করতেন। পরিবারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন তিনি। কিন্তু ২০২০ সালে তার মৃত্যুতে সংসারের দায়িত্ব অনেকটাই এসে পড়ে রোমানের মায়ের ওপর।

স্বামীকে হারিয়ে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে লড়াই শুরু করেন রোমানের মা। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও সন্তানের পড়াশোনাকে কখনো বোঝা মনে করেননি। নিজের কষ্টকে আড়াল করে ছেলের লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন। মায়ের সেই ত্যাগই রোমানের কাছে হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

রোমানও বুঝেছিল, তার সামনে পথ সহজ নয়। তাই অন্য অনেকের মতো সুযোগ-সুবিধার অপেক্ষায় না থেকে নিজের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়মিত পড়াশোনায় মন দেয়। মায়ের কষ্ট, বাবার স্মৃতি এবং পরিবারের প্রত্যাশাকে শক্তিতে পরিণত করে এগিয়ে যেতে থাকে সে।

অবশেষে কুষ্টিয়া জিলা স্কুল থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ অর্জন করে রোমান প্রমাণ করেছে, প্রতিকূলতা কখনো স্বপ্নের পথে শেষ কথা নয়।

রোমানের এই সাফল্যে তার পরিবার, শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তবে রোমানের কাছে এই অর্জন শুধু একটি ফলাফল নয়, এটি তার মায়ের দীর্ঘদিনের ত্যাগ, সংগ্রাম ও ভালোবাসার প্রতিদান।

রোমানের স্বপ্ন এখন আরও বড়। ভালোভাবে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে নিজের এবং পরিবারের জন্য একটি সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে চায় সে। বাবাকে হারানোর শূন্যতা পূরণ করার ক্ষমতা কারও নেই, কিন্তু নিজের সাফল্যের মাধ্যমে মায়ের মুখে হাসি ফোটানোই এখন তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

একজন সংগ্রামী মায়ের সন্তান রোমানের গল্প তাই শুধু গোল্ডেন জিপিএ-৫ পাওয়ার গল্প নয়। এটি একজন বাবাকে হারানো সন্তানের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প, একজন মায়ের আত্মত্যাগের গল্প এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার গল্প।

বাবা নেই, সামর্থ্য সীমিত, কিন্তু স্বপ্ন থেমে থাকেনি। মায়ের

কষ্টকে শক্তি বানিয়ে রোমান আজ সাফল্যের পথে।

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক দেবাশীষ দত্তসহ পরিবারের চার সদস্যের সৎকার ও দাফন সম্পন্ন

কলকাতার নিউমার্কেট এলাকার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি আবাসিক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত কুষ্টিয়ার সাংবাদিক দেবাশীষ দত্ত, তাঁর স্ত্রী আফসানা শারমীন, শিশুপুত্র স্বর্ণশীষ দত্ত ও শ্বশুর আকরাম হোসেনের সৎকার ও দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

মৃত্যুর প্রায় ৯১ ঘণ্টা পর শনিবার রাতে তাঁদের মরদেহ কুষ্টিয়ায় পৌঁছানোর পর পরিবারের সদস্য, স্বজন, সহকর্মী সাংবাদিক ও স্থানীয়দের উপস্থিতিতে শেষ বিদায় জানানো হয়।

শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে চারজনের মরদেহ কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া বাহাদুর আলী বিশ্বাস সড়কের বাসায় পৌঁছায়। মরদেহ পৌঁছানোর খবর পেয়ে মুহূর্তেই বাড়িতে ভিড় করেন স্বজন, প্রতিবেশী, সাংবাদিক ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। একই পরিবারের চার সদস্যের নিথর দেহ একসঙ্গে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা। শোকের আবহ নেমে আসে পুরো এলাকায়।

পরে পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৃথক ধর্মীয় রীতিতে তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। সাংবাদিক দেবাশীষ দত্ত ও তাঁর তিন বছর বয়সী শিশুপুত্র স্বর্ণশীষ দত্তের মরদেহ কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় মহাশ্মশানে হিন্দু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৎকার করা হয়।

অন্যদিকে দেবাশীষের স্ত্রী আফসানা শারমীন ও তাঁর বাবা আকরাম হোসেনের জানাজা কুষ্টিয়ার কুঠিপাড়ায় অবস্থিত উপজেলা মডেল মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় শত শত মানুষ অংশ নেন। পরে তাঁদের মরদেহ কুষ্টিয়া পৌর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য ছিল সাংবাদিক

দম্পতির একমাত্র কন্যা পাখির কান্না। বাবা-মা, ছোট ভাই ও নানুর মরদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে শিশুটি।

কয়েক দিন ধরে বাবা-মায়ের দেশে ফেরার অপেক্ষায় ছিল পাখি। তার ধারণা ছিল, বাবা-মা বিদেশ থেকে তার জন্য খেলনা, চকলেট ও নতুন জামাকাপড় নিয়ে ফিরবেন। কিন্তু সেই অপেক্ষার অবসান হয় চারটি নিথর দেহ ফিরে আসার মধ্য দিয়ে।

কলকাতার আগুনে মরদেহগুলোর অবস্থা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে স্বজনদের অনেকেই শেষবারের মতো তাঁদের মুখ দেখার সুযোগও পাননি। প্রিয়জন হারানোর বেদনার সঙ্গে এই বাস্তবতা স্বজনদের শোককে আরও ভারী করে তুলেছে।

দেবাশীষ দত্তের শেষ বিদায়ে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন। সহকর্মী সাংবাদিকদের অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। কেউ সান্ত্বনা দেন পরিবারের সদস্যদের, কেউ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রিয় সহকর্মীর নিথর দেহের পাশে।

সহকর্মীদের ভাষ্য, দেবাশীষ ছিলেন সদালাপী, হাসিখুশি ও দায়িত্বশীল সাংবাদিক। স্থানীয় মানুষের সমস্যা, নাগরিক দুর্ভোগ এবং জনস্বার্থের নানা বিষয় সংবাদে তুলে ধরতে তিনি সক্রিয় ছিলেন। তাঁর এমন আকস্মিক মৃত্যু কুষ্টিয়ার গণমাধ্যম অঙ্গনে গভীর শূন্যতা তৈরি করেছে।

শনিবার সকালে কুষ্টিয়ার একদল সাংবাদিক যশোরের বেনাপোল সীমান্তে গিয়ে সহকর্মী দেবাশীষ দত্ত ও তাঁর পরিবারের মরদেহ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে মরদেহগুলো দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়।

নিহতদের শেষকৃত্য ও দাফনের সময় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরিবারের পাশে দাঁড়ানো হয়। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হারুন অর রশিদ নিহত চারজনের সৎকার ও দাফনের জন্য জনপ্রতি ২৫ হাজার টাকা করে মোট ১ লাখ টাকা পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেন।

নিহত দেবাশীষ দত্ত কুষ্টিয়ার গণমাধ্যম অঙ্গনে পরিচিত মুখ ছিলেন। তিনি দৈনিক আজকের পত্রিকা ও চ্যানেল নাইনের কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজকের আলো পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন

করছিলেন।

কর্মজীবনে তিনি স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা, মানুষের দুর্ভোগ, অনিয়ম ও জনস্বার্থের বিষয় নিয়ে সংবাদ প্রকাশে সক্রিয় ছিলেন। সহকর্মীদের কাছে তাঁর পরিচিতি ছিল সাহসী, দায়িত্বশীল ও সদাহাস্যোজ্জ্বল সাংবাদিক হিসেবে।

একসঙ্গে একটি পরিবারের চার সদস্যের মৃত্যুতে কুষ্টিয়ায় এখনো শোকের আবহ বিরাজ করছে। স্বজনদের বুকফাটা কান্না, সহকর্মীদের অশ্রুসিক্ত চোখ আর ছোট্ট পাখির নির্বাক অপেক্ষা যেন কলকাতার সেই ভয়াবহ রাতের নির্মমতার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। চিকিৎসা শেষে হাসিমুখে দেশে ফেরার কথা ছিল তাঁদের, কিন্তু ফিরেছেন চারটি নিথর দেহ হয়ে। এই শোক কুষ্টিয়ার মানুষের কাছে দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের লিগ্যাল এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যান ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী বলেছেন, “মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

শুধু সহযোগিতা দিয়ে কাউকে সাময়িকভাবে স্বস্তি দেওয়া নয়, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণের মতো উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

শনিবার (২২ আগস্ট) সকালে উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের নওদাপাড়া চৌদুয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন, বৃক্ষরোপণ এবং হতদরিদ্রদের মাঝে চাল বিতরণ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা

বলেন।

তিনি আরও বলেন, “একটি সমাজের উন্নয়ন তখনই টেকসই হয়, যখন সেখানে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, মানবিক সহায়তা ও পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ একসঙ্গে এগিয়ে যায়। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি আমাদের সবাইকে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।”

অনুষ্ঠানে বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনের পাশাপাশি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিম, আমলকি ও সফেদা গাছের চারা রোপণ করা হয়। পরে এলাকার দুস্থ ও হতদরিদ্র মানুষের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়।

স্মাইল ফর অল স্বেচ্ছাসেবী যুব সংস্থার এসএফএ প্রেক্ষাপট প্রকল্পের নবম ব্যাচের বাস্তবায়নে এবং আলোর কাফেলার আয়োজনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলোর কাফেলা সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা ও কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. এস. এম. মূসা কবির, মিরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদি, আলোর কাফেলা সংস্থার উপদেষ্টা ও নওদাপাড়া চৌদুয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি নুরুল ইসলাম মাস্টার, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও আলোর কাফেলা সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা রুহুল আমিন, পরিচালক ইমতিয়াজ ইসলাম জীবন এবং স্মাইল ফর অল স্বেচ্ছাসেবী যুব সংস্থার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আল বুখারী অনিক।

এ সময় এসএফএ ও আলোর কাফেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় নারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষিত করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই এ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ ও অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

বহন করবে। আমরা চাই, এই কঠিন সময় পেরিয়ে মাহিমা একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াক এবং তার বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করুক।”

“বাবা-মাকে হারানোর কারণে যেন তার শিক্ষাজীবন থেমে না যায়, সে লক্ষ্যেই আমরা এই দায়িত্ব নিয়েছি,” বলেও যোগ করেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা জানান, বাবা-মা ও ছোট ভাইকে হারিয়ে বর্তমানে মাহিমার একমাত্র আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন তার ঠাকুমা-ঠাকুরদা।

এমন পরিস্থিতিতে পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণায় পরিবারটির মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। দেবাশীষ দত্তের সহকর্মীরাও এ উদ্যোগকে মানবিক ও প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

গত বুধবার (১৯ আগস্ট) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি আবাসিক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে আজকের পত্রিকার কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাংবাদিক দেবাশীষ দত্ত (৩৯), তাঁর স্ত্রী আফসানা শারমীন (২৭), তাঁদের তিন বছরের ছেলে স্বর্ণশীষ দত্ত এবং দেবাশীষের শ্বশুর আকরাম হোসেন (৬৪) মারা যান।

মর্মান্তিক ওই অগ্নিকাণ্ডে মোট নয়জনের মৃত্যু হয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। নিহতদের মধ্যে সাতজন বাংলাদেশি নাগরিক।
জানা গেছে, ভারতে যাওয়ার সময় দেবাশীষ দত্ত তাঁর বড় মেয়ে মাহিমাকে কুষ্টিয়ায় ঠাকুমা-ঠাকুরদার কাছে রেখে যান। এরপর পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে ভারতে যান তিনি। সেখানে গিয়ে প্রথমে বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা নেন পরিবারের সদস্যরা। প্রায় ১৩ দিন চিকিৎসা শেষে সোমবার রাতে তাঁরা কলকাতায় ফেরেন।

মঙ্গলবার আত্মীয়স্বজনের জন্য কেনাকাটা করেন তাঁরা। পরদিন বুধবার দেশে ফেরার কথা ছিল পরিবারের। কিন্তু তার আগেই মির্জা গালিব স্ট্রিটের আবাসিক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহূর্তেই কেড়ে নেয় একই পরিবারের চারজনের প্রাণ।

মাত্র সাত বছর বয়সেই বাবা-মা ও ছোট ভাইকে হারিয়েছে মাহিমা। স্বজনদের ভাষ্য, এই বয়সে এমন ভয়াবহ শোক সামলে ওঠা তার জন্য অত্যন্ত কঠিন। তবে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে শিক্ষাজীবনের দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণায় মাহিমার ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিবার ও স্বজনদের উদ্বেগ কিছুটা কমেছে।

দেবাশীষ দত্তের সহকর্মীরা জানান, তিনি ছিলেন সদা হাসিখুশি, প্রাণবন্ত ও সজ্জন একজন সাংবাদিক। কর্মজীবনে দায়িত্বশীল ও সাহসী সাংবাদিক হিসেবে তিনি সহকর্মী ও পাঠকদের কাছে পরিচিত ছিলেন। আকস্মিক এই মৃত্যুতে কুষ্টিয়ার সাংবাদিক অঙ্গনে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

একদিকে বাবা-মা ও ভাইকে হারানোর অপূরণীয় ক্ষতি, অন্যদিকে সামনে দীর্ঘ শিক্ষাজীবন। এমন কঠিন সময়ে মাহিমার পাশে দাঁড়িয়ে এডুকেয়ারের এই উদ্যোগ শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, তার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার একটি মানবিক অঙ্গীকার হিসেবেই দেখছেন স্বজন ও সহকর্মীরা।

কুষ্টিয়ার সাংবাদিক দেবাশীষসহ পরিবারের চারজন নিহত

ভারতের কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার একটি আবাসিক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কুষ্টিয়ার সাংবাদিক দেবাশীষ দত্তসহ একই পরিবারের চারজন নিহত হয়েছেন। নিহত অন্যরা হলেন তার স্ত্রী আফসানা শিম্মিন, শিশুসন্তান শর্ণশীষ দত্ত এবং শ্বশুর মো. আকরাম আলী।

বুধবার (১৯ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টা থেকে ২টার মধ্যে নিউ মার্কেটের পার্শ্ববর্তী মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি পাঁচতলা ভবনে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ভবনটিতে একাধিক আবাসিক হোটেল ছিল। আগুনে অন্তত নয়জন নিহত এবং ছয়জন আহত হয়েছেন বলে কলকাতা পুলিশ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। প্রায় ৮০ জনকে ভবনটি থেকে উদ্ধার করা হয়।

নিহতদের মধ্যে কুষ্টিয়ার সাংবাদিক দেবাশীষ দত্ত (৩৯), তার স্ত্রী আফসানা শিম্মিন (২৭), তাদের শিশুসন্তান শর্ণশীষ দত্ত এবং আফসানার বাবা মো. আকরাম আলী (৬৪) রয়েছেন। সাংবাদিক দেবাশীষ দত্তের বাড়ি কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া রাজারহাট এলাকায় এবং তার শ্বশুর আকরাম আলীর বাড়ি থানাপাড়া এলাকায়। পরিবারটি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গিয়েছিল বলে স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

মহাসড়কের বিভাজন দেয়ালে পাট শুকাচ্ছেন কৃষক

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রায় ৩০ কিলোমিটার অংশ চার লেনে উন্নীত করার কাজ শেষ হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে।

প্রসস্ত সড়ক, মাঝখানে সড়ক বিভাজন (ডিভাইডার) আর নতুন অবকাঠামোয় বদলে গেছে এ পথের চেহারা। তবে নতুন এই বিভাজনের দেয়াল এখন শুধু যানবাহনের গতিপথ আলাদা করছে না, কৃষকের পাট শুকানোর কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সড়কের বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে, কৃষকেরা ডিভাইডারের দেয়ালে পাটের আঁটি তুলে দিচ্ছেন। রোদে শুকানোর জন্য সড়কের পাশে ও বিভাজনের ওপর পাট মেলে রাখা হয়েছে। এতে একদিকে কৃষকের বাড়তি জায়গার প্রয়োজন মিটছে, অন্যদিকে ব্যস্ত মহাসড়কের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সড়কের পাশে পাট শুকাচ্ছিলেন গাংনীর এক পাটচাষি আবদুল কাদের। তিনি বলেন, পাট শুকানোর জায়গা পাওয়া এখন বড় সমস্যা।

বাড়ির উঠান ছোট, মাঠেও সব সময় জায়গা থাকে না। ডিভাইডারের দেয়ালে পাট দিলে রোদ ভালো লাগে, শুকাতেও সময় কম লাগে। তবে গাড়ি খুব দ্রুত চলে ঝুঁকি যে আছে, সেটাও বুঝি।

তার মতো অনেক কৃষকের কাছেই সড়কের বিভাজন যেন অস্থায়ী পাট শুকানোর মাচা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সড়ক ব্যবহারের নিয়মে এ ধরনের কাজে বিভাজন ব্যবহার করা কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

সড়কে পাট শুকানোকাজে যুক্ত এক শ্রমিক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমারা শ্রমিক। আমাদের যেখানে বলবে সেখানেই পাট মেলে শুকাবো।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, এই ডিভাইডার বানানো হয়েছে রাস্তার দুই পাশের যানবাহন আলাদা রাখার জন্য। এখন দেখছি অনেকে সেখানে পাট শুকাচ্ছেন। পাট শুকাতে গিয়ে কেউ যদি রাস্তার দিকে চলে আসেন বা কোনো পাট পড়ে যায়, তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি আরও বলেন, সড়কটি নতুন হওয়ায় এখন যানবাহনের গতি অনেক বেশি। তাই রাস্তার পাশে কোনো কিছু শুকানো বা রাখা ঠিক হবে না।

কৃষকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকলে ভালো হয়।

স্থানীয় কৃষকেরা বলছেন, পাট উৎপাদনের পর শুকানো ও সংরক্ষণে গ্রামাঞ্চলে জায়গার সংকট দিন দিন বাড়ছে। ফলে সড়কের পাশে খোলা জায়গা, সেতুর রেলিং কিংবা ডিভাইডাঠ যেখানে একটু রোদ পাওয়া যায়, সেখানেই পাট শুকানোর চেষ্টা করেন তাঁরা।

তবে চার লেনের নতুন এই মহাসড়ককে কৃষিপণ্য শুকানোর জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হলে সড়কের সৌন্দর্য ও নিরাপত্তা দুটিই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে পাটের আঁটি বা শুকানো পাট বাতাসে কিংবা অসাবধানতায় মূল সড়কে চলে এলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কটি এখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক। চার লেনে উন্নীত হওয়ার পর এ পথে যান চলাচল যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে যানবাহনের গতিও। তাই কৃষকের পাট শুকানোর প্রয়োজনের সঙ্গে সড়কের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি স্থানীয়দের।

কৃষকের পাট শুকানোর জায়গা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নিরাপদ সড়কও। নতুন চার লেনের সড়কের বিভাজন যেন সেই প্রয়োজনের অস্থায়ী সমাধান না হয়ে ভবিষ্যতের কোনো দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এখনই সে বিষয়ে নজর দেওয়ার সময়।

কুষ্টিয়ায় এডুকেয়ারে বর্ণিল ইংলিশ কালচারাল প্রোগ্রাম

শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস তৈরি, সৃজনশীলতা বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিভা তুলে ধরার লক্ষ্যে কুষ্টিয়ার এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ণিল ইংলিশ কালচারাল প্রোগ্রাম-২০২৬।

রোববার সকালে এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে

আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে পুরো ক্যাম্পাস উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। ইংরেজি ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা চর্চার পাশাপাশি গান, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য, বক্তব্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরে শিক্ষার্থীরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মিজানুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতা, প্রযুক্তিজ্ঞান, সৃজনশীলতা ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের প্রস্তুত করতে নিয়মিত জ্ঞানচর্চা ও বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক রাসেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মো. সোহেল রানা মানিক।

এ সময় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম, একাডেমিক অধ্যক্ষ মিস দিলরুবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরিবেশনা উপস্থিত অতিথি ও দর্শকদের মুগ্ধ করে। ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য, উপস্থাপনা, অভিনয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভাষাগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দেয়। পাশাপাশি দলগত পরিবেশনার মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৃজনশীল চিন্তার বিকাশের দিকটিও ফুটে ওঠে।

আয়োজকরা জানান, প্রচলিত শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শুধু পাঠ্যবইনির্ভর জ্ঞান নয়, কথা বলা, উপস্থাপনা, শ্রবণ ও ভাব প্রকাশের সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন। এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে।

সভাপতির বক্তব্যে চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক রাসেল বলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু ভালো ফলাফলের জন্য প্রস্তুত করাই নয়,

আত্মবিশ্বাসী, সৃজনশীল ও দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা তৈরিতে সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের জন্য বিনোদনের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা চর্চা, সাংস্কৃতিক বিকাশ ও আত্মপ্রকাশের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও প্রাণবন্ত পরিবেশনায় দিনটি হয়ে ওঠে আনন্দময় ও স্মরণীয়।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, নিয়মিতভাবে এ ধরনের শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের উপস্থাপনের সক্ষমতা আরও বিকশিত হবে।

কুষ্টিয়ায় উদ্ভাবনী চিন্তা ও সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের নতুন উদ্যোগ

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী চিন্তা, যুক্তিবোধ ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে কুষ্টিয়ায় এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ইনোভেশন আইডিয়া’ কার্যক্রম।

শনিবার সকালে প্রতিষ্ঠানটির মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চিন্তা, গবেষণাধর্মী ধারণা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভাবনী আইডিয়া উপস্থাপন করে। তাদের উপস্থাপনায় দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি সহজ, বাস্তবসম্মত ও কার্যকর সমাধানের বিভিন্ন ধারণা উঠে আসে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক রাসেল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মো. সোহেল রানা মানিক, অধ্যক্ষ (একাডেমিক) মিস দিলরুবা, ভাইস প্রিন্সিপাল মো. রেজাউ রহমান খানসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

‘ইনোভেশন আইডিয়া’ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত ধারণার মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষা, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, সামাজিক উন্নয়ন এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয় গুরুত্ব পায়। কেউ প্রযুক্তির ব্যবহার করে সময় ও শ্রম কমানোর ধারণা তুলে ধরে, কেউ পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের কথা বলে। আবার কেউ কৃষি ও স্বাস্থ্য খাতে নতুন চিন্তার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করার সম্ভাবনা উপস্থাপন করে।

শিক্ষার্থীদের এসব উপস্থাপনায় তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সমস্যা শনাক্তকরণ, যুক্তিনির্ভর চিন্তা এবং সমাধান খোঁজার মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। আয়োজকদের মতে, একটি উদ্ভাবনী ধারণা সবসময় বড় কোনো আবিষ্কার দিয়ে শুরু হয় না; বরং নিজের চারপাশের ছোট সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার মধ্য দিয়েই উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ঘটে।

এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক রাসেল বলেন, “শুধু পাঠ্যবইনির্ভর শিক্ষা দিয়ে একজন শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের যুক্তি দিয়ে চিন্তা করা, প্রশ্ন করা এবং বাস্তব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার সুযোগ দিতে হবে। ‘ইনোভেশন আইডিয়া’ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা সেই চর্চাটাই তৈরি করতে চাই।”

তিনি আরও বলেন, ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের নতুন কিছু ভাবতে উৎসাহিত করা হলে তাদের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের গুণাবলি বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যতে এসব শিক্ষার্থী দেশ ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলাম বলেন, “শিক্ষার্থীদের মেধা শুধু পরীক্ষার খাতায় নম্বর পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। তাদের মেধা ও সৃজনশীলতাকে বাস্তব জীবনের কাজে প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করতে হবে। ‘ইনোভেশন আইডিয়া’ সেই সুযোগ তৈরি করছে।”

তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সঙ্গে তাল

মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সৃজনশীল চিন্তা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন জরুরি। এ ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের জন্যও প্রস্তুত করবে।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মো. সোহেল রানা মানিক বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা বিকশিত করতে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে সমাধানের ধারণা তৈরি করলে তাদের শেখার আগ্রহ আরও বাড়ে।

অধ্যক্ষ (একাডেমিক) মিস দিলরুবা বলেন, “একজন শিক্ষার্থী যখন নিজের চিন্তা দিয়ে একটি সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করে, তখন তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। একই সঙ্গে তার গবেষণা, উপস্থাপন ও দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।”

ভাইস প্রিন্সিপাল মো. রেজাউ রহমান খান বলেন, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার বিকল্প নেই। নিয়মিতভাবে এ ধরনের কার্যক্রম আয়োজন করা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভাবনী মানসিকতা আরও শক্তিশালী হবে।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রচলিত ক্লাসের বাইরে নিজেদের চিন্তা ও আইডিয়া অন্যদের সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে তারা উৎসাহিত হয়েছে। একটি সমস্যা কীভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং তার সম্ভাব্য সমাধান কীভাবে বের করা যায়, সে বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তারা।

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী আবু ওবাইদা মাহাদীর বাবা মোমিন উদ্দিন নামের এক অভিভাবক বলেন, “আমরা সাধারণত সন্তানদের ভালো ফলাফলের জন্য পড়াশোনায় উৎসাহ দিই। কিন্তু ভবিষ্যতে শুধু ভালো ফলাফল নয়, নিজের চিন্তা দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতাও প্রয়োজন। স্কুলের এমন আয়োজন সন্তানদের সেই দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে।”

তিনি আরও বলেন, মোবাইল আসক্তি এড়িয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করলে শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

শিক্ষাবিদদের মতে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার